সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

০৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অফলাইনে প্রকাশিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং অন্যান্য সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত সংবাদ:

ক্র.নং	সংবাদ শিরোনাম	পত্রিকার নাম	মন্তব্য
১.	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন কীভাবে?	দৈনিক মানবজমিন	১ম পৃষ্ঠা
২.	Election can be held in Dec, but would require cutting short on reforms: CA's press secy	The Business Standard	Page: 02
৩.	রাজনৈতিক দলগুলো বেশি সংস্কার না চাইলে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন: প্রেস সচিব	দৈনিক ইত্তেফাক	১ম পৃষ্ঠা
৪.	সংস্কারের জন্য সবাই এক কাতারে আসতে চাই	দৈনিক আমার দেশ	পৃষ্ঠা: ০৩
৫.	যাত্রা শুরু করছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর	দৈনিক যুগান্তর	শেষ পৃষ্ঠা
৬.	CJ looks forward to justice	The New Age	Page: 01
৭.	এই প্রেস কাউন্সিলের আর প্রয়োজন নেই	দৈনিক প্রথম আলো	পৃষ্ঠা: ০২

দৈনিক মানবজমিন ০৮-০১-২০২৫

সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন কীভাবে?

স্টাফ রিপোর্টার

৮ জানুয়ারি ২০২৫, বুধবার

রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে অনেকগুলো সংস্কার কমিশন গঠন করেছে সরকার। এসব কমিশন তাদের সংস্কার প্রস্তাবনার কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। সেপ্টেম্বরে গঠিত হওয়া ৬ কমিশন ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ তাদের সংস্কার প্রস্তাব সরকারকে জমা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে সংস্কার প্রস্তাবনা শেষ না হওয়ায় নতুন করে সময় বাড়িয়েছে সরকার। ৬ কমিশনের ৫টিকে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে। আর একটি কমিশনের সময় ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সংস্কার কমিশনগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা ইতিমধ্যে সংস্কার প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেছেন। এখন শেষ সময়ের ঘষামাজা চলছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তারা তাদের সুপারিশ সরকারকে জমা দিতে পারবেন। জানতে চাইলে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ক কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার মানবজমিনকে বলেন, আমরা আমাদের কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ করতে পারলে সরকারকে আমরা আমাদের রিপোর্ট জমা দেবো।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে বাস্তবায়ন হবে সংস্কার প্রস্তাবনা। কমিশনের দেয়া সংস্কার কতোটুকু মেনে নেবে রাজনৈতিক দলগুলো। কারণ ইতিমধ্যে বিএনপি সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল সংবিধান সহ কয়েকটি খাতের সংস্কার নিয়ে নিজেদের আপত্তি জানিয়েছে। তারা বলছেন, সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নয়। এটি নির্বাচিত সরকারের কাজ। তাই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংস্কার করতে পারা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বিষয়টি নিয়ে ভাবছে সরকারও। গত ১৬ই ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, যেকোনো সংস্কারের কাজে হাত দিতে গেলে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রয়োজন। তাই 'জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন' গঠন করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে সরকার। এ কমিশনের কাজ হবে রাজনৈতিক দলসহ সব পক্ষের মতামত গ্রহণ করে যেসব বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন হবে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা। অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টার এমন বক্তব্য কতোটুকু মানবে শিক্ষার্থীরা তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। কারণ গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া শিক্ষার্থীরা বড় আকারে সংস্কার চাইছেন তাদের সংস্কার প্রস্তাবনায়। ছাত্রদের প্ল্যাটফরম থেকে গড়ে ওঠা জাতীয় নাগরিক কমিটিও ইতিমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে তাদের সংস্কার প্রস্তাবনা দিয়েছে। এ ছাড়া, ছাত্ররা '৭২-এর সংবিধানকে মুজিববাদী আখ্যা দিয়ে নতুন করে সংবিধান পুনর্লিখনেরও দাবি জানিয়ে রেখেছে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়ন কঠিন সরকারের কাছে। তবে তা একেবারেই অসম্ভব না। এর জন্য সরকারকে সক্ষমতা দেখাতে হবে। কারণ সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। অন্যদিকে জনপ্রশাসনের কিছু সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আপত্তি রয়েছে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। বিষয়গুলো নিয়ে তারা নিজেদের অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন। অন্যদিকে বাকি ২৫ ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রশাসন ক্যাডারের আপত্তি মানতে নারাজ। তারা মনে করছেন প্রশাসন ক্যাডারের অতিরিক্ত ক্ষমতায়নের কারণে প্রশাসনের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নুরুল আমিন বেপারি মানবজমিনকে বলেন, নির্বাচন, সংস্কার ও জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে রাজনৈতিক দল ও ছাত্রদের মধ্যে

দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। যত দিন যাবে সেটি তত স্পষ্ট হবে। সরকার যেসব সংস্কার কমিশন গঠন করেছে এর মধ্যে সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থা অন্যতম। কারণ সংবিধানকে বলা হয় ফান্ডামেন্টাল অব ইনস্টিটিউট। গত ১৫ বছরে সরকার সংবিধান দুর্বল করার মাধ্যমে এসব ইনস্টিটিউটকে ধ্বংস করেছে। তাই এটিকে একটি সঠিক ভিত্তির ওপর না আনা গেলে সব আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। বিষয় হচ্ছে কতোদিন হবে। সরকারকে এটির মীমাংসা করতে হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন গঠনের কথা বলেছেন- আমি মনে করি এর জন্য রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করা অভিজ্ঞ লোকদের নিয়ে এ কমিশন গঠন করা উচিত। যাদের সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এ কমিশন সবার সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয় নির্ধারণ করবে। এখানে ছাত্রদেরও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ তারা এ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন।

১১ই সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ছয় কমিশন গঠনের কথা জানান প্রধান উপদেষ্টা। এরপর সরকার ড. বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, সরফরাজ চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশন, শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমানের নেতৃত্বে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, ড. ইফতেখারুজ্জামানের নেতৃত্বে দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এবং ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে। শুরুতে এসব কমিশনকে ৩ মাস সময় দেয়া হলেও সম্প্রতি আরও ১৫ দিন সময় বাড়ানো হয়। এর মধ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। জানা গেছে, সংস্কার কমিশনগুলো থেকে সংস্কার প্রস্তাব পাওয়ার পর সরকার ৬ কমিশনের প্রধানদের নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করবে। এর নেতৃত্ব দেবেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. আলী রীয়াজ। তবে এ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাজ এখনো শুরু হয়নি। সব কমিশন থেকে সংস্কার প্রস্তাব পাওয়ার পরই তারা কাজ শুরু করবেন। প্রয়োজনে এর সদস্য সংখ্যা আরও যোগ করা যেতে পারে। সরকারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ কমিশন সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের সঙ্গে বসবেন। এর মধ্যে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া ছাত্র প্রতিনিধিও থাকবেন। সবার মতামত নিয়ে যেসব বিষয়ে ঐকমত্যে আসা যাবে কেবল সেগুলো সংস্কার করা যাবে। তবে সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দল ও ছাত্রদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বিশেষ করে ছাত্ররা সংবিধান পুনর্লিখনের দাবি করে রেখেছে। এ ছাড়াও তারা গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি তুলছে। এমন অবস্থায় সংস্কার কোন পথে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, সংস্কার নির্ভর করছে আমাদের অংশীজনরা কী চাচ্ছে। সরকারের সঙ্গে সংলাপে তারা কী আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। বা কতোটুকু সংস্কার তারা চান। একটা দেশের জন্য সংস্কার চলমান প্রক্রিয়া। বছরের পর বছর লাগে এটা করতে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তারা মনে করেন, যদি অন্তর্বর্তী সরকার থাকে তাহলে তারা অনেকগুলো সংস্কার করে যেতে পারবে। জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল রাষ্ট্র সংস্কার। সে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করার জন্য এতগুলো সংস্কার কমিশন করে দেয়া হয়েছে। যেন আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থায় ফিরতে পারি। এর জন্য যতগুলো সংস্কার লাগে আমরা অংশীজনদের সঙ্গে কথা বলে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সংস্কার হবে। এদিকে গতকাল ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে প্রেস সচিব বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো বেশি সংস্কার না চাইলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গত ৪ঠা জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, নির্বাচনের সময় দীর্ঘ হলে নতুন ষড়যন্ত্র হতে পারে। গত ১৫ বছরের স্বৈরশাসনে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রযন্ত্রের সব বিভাগ যে পরিমাণ দলীয়করণ আর দুর্নীতিতে ডুবে গেছে, সবটা সংস্কার করা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রাষ্ট্রের পূর্ণ সংস্কার, একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলে তার দ্বারাই হবে। তবে আমরা বলেছি, একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কমপক্ষে রাষ্ট্রের যে সমস্ত বিভাগ সংস্কার করা প্রয়োজন,

যেমন নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সিভিল প্রশাসন- এ রকম নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫/৭টি বিভাগকে সংস্কার করে ৬ থেকে ৭ মাসের মধ্যে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। তারপরে নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আমরা বলেছি।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত ২৭শে ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে বলেন, সংস্কার নিয়ে যত বেশি সময় যাবে, সমস্যাগুলো তত বাড়বে। আসল সমস্যা তো অন্য জায়গায়। সরকার এটা বাস্তবায়ন করবে কাদের দিয়ে? বিএনপি সংস্কার চায় না, নির্বাচন চায়- এই অভিযোগ সঠিক নয়। সংস্কারে আন্তরিক বিএনপি। বারবার বলছি, প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর নির্বাচন চাই। গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে যেতে হলে নির্বাচন প্রয়োজন। তিনি বলেন, জনগণকে বাদ দিয়ে উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে কিছু করা যাবে না। আমরা চাই, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজগুলো করবো।

The Business Standard 08-01-2025

Election can be held in Dec, but would require cutting short on reforms: CA's press secy

"If they want more reforms, the election can be delayed by six months," he also said

Shafiqul Alam. File Photo: His Facebook profile

The next national election can be held in December of this year if the political parties want, but it would require cutting short on state reforms, the Chief Adviser's Press Secretary Shafiqul Alam said today (7 January).

"If they want more reforms, the election can be delayed by six months," he also said while addressing a discussion event at the auditorium of the Krishibid Institution Bangladesh in Dhaka.

The Bangladesh Dialogue organised the event titled "Political Orientation: Reforms and Elections".

Keep updated, follow The Business Standard's Google news channel

Speaking on the occasion, Alam said ousted premier Sheikh Hasina had established a monarchy in Bangladesh in the last 15 years.

"Thousands of murals were built all over Bangladesh. This government got hold of a plane that was sure to crash," he said.

Alam, however, stated that currently, reserves, the law-and-order situation, and commodity prices are all stable. "Managing expectations is the biggest challenge at this point."

The press secretary also stated that the interim government has issued directives to agencies not to obstruct media freedom.

Also speaking at the event, BNP Acting Chairman Tarique Rahman's Adviser Mahadi Amin said, "There is no alternative to dialogues. Awami League's fascism basically stood on the blood of the opposition forces. BNP was the most prominent [party] in this self-sacrifice. This effort of BNP was to create people's ownership."

Speaking about BNP's stance on extortion allegations against its activists, he said, "BNP has a zero-tolerance position in the case of extortion. So far, more than 1,000 activists have been expelled from the party."

He also alleged many people are misrepresenting the issue of BNP activists "reclaiming their property" as extortion.

On state reforms, he said the BNP has been raising its voice for reforms for the last eight years and is working to that end. "Tarique Rahman already proposed a bicameral parliament in 2012."

দৈনিক ইত্তেফাক ০৮-০১-২০২৫

রাজনৈতিক দলগুলো বেশি সংস্কার না চাইলে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন: প্রেস সচিব

ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট

প্রকাশ : ০৭ জানুয়ারি ২০২৫, ১৮:৩১

রাজনৈতিক দলগুলো বেশি সংস্কার না চাইলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে (কেআইবি) এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

প্রেস সচিব বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার একটি রোডম্যাপ দিয়েছে। সেই রোডম্যাপের মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে একটি জনআকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে পেরেছি। আমরা দুটি সময় বেঁধে দিয়েছি। যদি রাজনৈতিক দলগুলো বেশি সংস্কার না চায়, তাহলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করব। সংস্কার বেশি চাইলে আরও ছয় মাস বেশি সময় দিতে হবে।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার একটি রোডম্যাপ দিয়েছে। সেই রোডম্যাপের মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে একটি জনআকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে পেরেছি। আমরা দুটি সময় বেঁধে দিয়েছি। যদি রাজনৈতিক দলগুলো বেশি সংস্কার না চায়, তাহলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করব। আর রাজনৈতিক দলগুলো যদি মনে করে অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু সংস্কার করে যাওয়া উচিত, তাহলে ভোটের জন্য সরকার আরও ছয় মাস সময় নেবে।

সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ভালো একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত সংস্কারে গঠিত ছয় কমিশন ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। এরপর সবার সঙ্গে আলোচনা করেই এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বর্তমান রিজার্ভ নিয়ে শফিকুল আলম আরও বলেন, আমরা দেশকে অনেক স্থিতিশীলতার মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছি। অর্থনীতি যে গতিতে এগোচ্ছিল, সে হিসাবে বর্তমান রিজার্ভ থাকার কথা ছিল ২০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আছে ২২ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে বলতে পারি, আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি।

দৈনিক আমার দেশ ০৮-০১-২০২৫

অবস্থান কর্মসূচিতে আলাল

সংস্কারের জন্য সবাই এক কাতারে আসতে চাই

স্টাফ রিপোর্টার

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন, আমরা সংস্কারের জন্যই একত্রে, এক মিছিলে, এক কাতারে শামিল হতে চাই। যেখানে ইসলামপন্থি দলগুলো থাকবে। অন্য ধর্মের মানুষও থাকবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারাই সেখানে থাকবে। এখানে বিভাজনের কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, আজকে এ সরকার সংস্কারের কথা বলছে। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ছোট্ট বন্ধুরা, শিক্ষার্থীরাও সংস্কারের কথা বলছে। অথচ বিএনপি দুই বছর আগে জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে সংস্কার কর্মসূচি দিয়েছিল।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত তৃণমূল নাগরিক আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত ধর্মের নামে ব্যবসা ও জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে নাগরিক অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তৃণমূল নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি মফিজুর রহমান লিটনের সভাপতিত্বে কৃষক দলের আব্দুল্লাহ আল নাঈমের সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হারুনুর রশিদ। আরও বক্তব্য রাখেন তাঁতী দলের কাজী মনিরুজ্জামান মনির, মৎস্যজীবী দলের ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কৃষক দলের কাদের সিদ্দিকী, বাংলাদেশ পিপলস পার্টির বিলকিস খন্দকার, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের ইব্রাহীম প্রমুখ।

দৈনিক যুগান্তর ০৮-০১-২০২৫

যাত্রা শুরু করছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর

৬৩ পদে জনবল চায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় * মনিটরিংয়ে থাকছে ২৭ জনবলের অনুবিভাগ * সম্ভাব্য ব্যয় সাড়ে ১০ কোটি টাকা

প্রকাশ: ০৮ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণ, নিহতদের পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসনে কাজ করবে প্রতিষ্ঠানটি। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন থাকবে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর’।

জানা গেছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠনে ৬৩ জনবল চেয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। অধিদপ্তর মনিটরিংয়ের জন্য ২৭টি জনবল নিয়ে একটি পৃথক ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অনুবিভাগ’ গঠিত হবে। দুই বিভাগে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে ১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৯০ জনের বেতন সাড়ে ৩ কোটি টাকা। বাকি ৭ কোটি টাকা অধিদপ্তর ও অনুবিভাগ নির্মাণে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ে ব্যয় হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে আরও জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুটি পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোর (অর্গানোগ্রাম) মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে জনবলের প্রস্তাব পাঠিয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর আগে সোমবার মন্ত্রিপরিষদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ‘অ্যালোকেশন অব বিজনেস’ সংশোধনের অনুমতি দেয়। এর আলোকেই মঙ্গলবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠনে প্রয়োজনীয় জনবল ও বার্ষিক ব্যয়ের প্রস্তাব জনপ্রশাসনে পাঠায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জানতে চাইলে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসরাত চৌধুরী মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘অ্যালোকেশন অব বিজনেস’-এ অধিদপ্তর গঠনের অনুমতি ছিল না। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল (সোমবার) অনুমতি দিয়েছে। ফলে আজ আমরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠনে একটি সাংগঠনিক

কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) পাঠিয়েছি। সঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অনুবিভাগও গঠনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সব ঠিক থাকলে দ্রুতই অধিদপ্তরের কাজ শুরু করতে পারব বলে প্রত্যাশা করছি।

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত নভেম্বরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দেয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে অধিদপ্তরের প্রক্রিয়া শুরুর অনুরোধ জানানো হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীরপ্রতীক। সভায় বিস্তর আলোচনা শেষে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। এরপর অর্গানোগ্রাম তৈরি করে গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে অধিদপ্তর গঠনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠনে গুরুত্বারোপ করে সাংগঠনিক কাঠামোয় (অর্গানোগ্রাম) জানানো হয়, ‘মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহত ছাত্র-জনতার তালিকা সংরক্ষণ এবং ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও আহত ছাত্র-জনতার কল্যাণ সাধন করবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও আহত ছাত্র-জনতার গেজেট প্রকাশ ও গণকবর সংরক্ষণ, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য গবেষণা, নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রতিবছর ‘৫ই আগস্ট’ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস হিসাবে উদযাপিত হবে।’

জানা গেছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও আহতদের ৬৩৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পর্যায়ক্রমে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতি শহিদ পরিবার ৩০ লাখ করে টাকা পাবে। এর মধ্যে ১০ লাখ টাকা এফডিআর। আহতদের সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা দেওয়া হবে। প্রতি মাসে শহিদ পরিবার ও আহতরা মাসিক ভাতা পাবেন। জানুয়ারি মাসে ২৩২ কোটি ৬০ লাখ টাকা দেওয়া হবে, যা আগামী সপ্তাহ থেকেই দেওয়া শুরু হবে। আগামী অর্থবছরের শুরুতে জুলাই মাসে বাকি ২০ লাখ টাকা দেওয়া হবে। আর এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর’-এর মাধ্যমে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে (অর্গানোগ্রাম) দেখা যায়, মহাপরিচালক পদে ২য় গ্রেডভুক্ত (অতিরিক্ত সচিব) কর্মকর্তা ও ৩য় গ্রেডভুক্ত অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) থাকবেন। ২ জন পরিচালক প্রস্তাব করা হয়েছে ৫ম গ্রেডভুক্ত ও ৩ জন উপপরিচালক প্রস্তাব করা হয়েছে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা। প্রোগ্রামার পদে ১ জন হবেন ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত। ৯ম গ্রেডের সহকারী পরিচালক চাওয়া হয়েছে ৪ জন। একই গ্রেডে ১ জন করে সহকারী প্রোগ্রামার ও সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে অর্গানোগ্রামে। ১০ম গ্রেডের সহকারী হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা হবেন ১ জন, ১৩তম গ্রেডে কম্পিউটার অপারেটর ৪ জন, ১৪তম গ্রেডের উচ্চমান সহকারী ৬ জন ও হিসাবরক্ষক পদে ১টি পদ উল্লেখ আছে অর্গানোগ্রামে। এছাড়া ১৬তম গ্রেডের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ৬ জন, ক্যাশিয়ার পদে ১ জন ও গাড়িচালক ৬ জন প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৭তম গ্রেডে ডেসপাস রাইডার ২ জন। ২০তম গ্রেডে অফিস সহায়ক পদে ১৬ জন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ৩ জন ও নিরাপত্তাকর্মী হিসাবে ৩ জন জনবলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

জনবলের মধ্যে মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ৩ জন করে কর্মরত থাকবেন। একই পরিমাণ জনবলের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও পরিচালক (কল্যাণ, গবেষণা ও পরিকল্পনা) বিভাগে। ২ জন করে উপপরিচালক (প্রশাসন ও সেবা) ও উপপরিচালক (অর্থ) বিভাগে এবং প্রোগ্রামার (আইসিটি) বিভাগে ১০ জন জনবল চাওয়া হয়েছে। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও সেবা) বিভাগে

২০ জন, সহকারী পরিচালক (মাঠ প্রশাসন) বিভাগে ৪ জন, সহকারী পরিচালক (অর্থ) বিভাগে ৪ জন জনবল চাওয়া হয়েছে।

এছাড়া উপপরিচালক (কল্যাণ) ও উপপরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) বিভাগে ২ জন করে, সহকারী পরিচালক (কল্যাণ) ও সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) বিভাগে ৪ জন করে জনবল চেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। তবে জনবলের সংখ্যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্তের পর বিভাগওয়ারি বণ্টন করা হবে বলে জানায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অনুবিভাগ গঠনের প্রস্তাবে মোট ২৭ জন জনবল চেয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে এই অনুবিভাগের প্রধান হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে অতিরিক্তি সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। তার অধীনে একজন উপসচিব কাজ করবেন। অনুবিভাগে কল্যাণ ও সেবা এবং অর্থ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নামের ২টি পদে ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব বা সহকারী সচিব মর্যাদার কর্মকর্তা চাওয়া হয়েছে। এর অধীনে জনবল চাওয়া হয়েছে ২ জন। তারা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও অফিস সহায়ক হিসাবে কাজ করবেন। উপসচিবের জন্যও ১ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও ১ জন অফিস সহায়ক প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডভুক্ত অতিরিক্ত সচিব ১ জন, উপসচিব মর্যাদার ১ জন ও সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ১ জন। সিনিয়র সহকারী সচিব বা সহকারী সচিব ২ জন। সহকারী প্রোগ্রামার ১ জন। ১০ম গ্রেডভুক্ত প্রশাসনকি কর্মকর্তা ২ জন ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২ জন। কম্পিউটার অপারেটর ৫ জন। ১১ থেকে ১৬তম গ্রেডভুক্ত অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২ জন। ১৭ থেকে ২০তম গ্রেডে অফিস সহায়ক ৬ জন, নিরাপত্তাকর্মী ২ জন ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী ২ জন।

এর মধ্যে অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্মসচিবের কার্যালয়ে ৩ জন, যুগ্ম সচিব বা উপসচিবের কার্যালয়ে ৩ জন, কল্যাণ ও সেবা কার্যালয়ে ৮ জন এবং অর্থ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যালয়ের জন্য ৪ জন জনবল প্রস্তাব করা হয়েছে।

The New Age 08-01-2025

JULY-AUGUST MASSACRE

CJ looks forward to justice

AG reiterates govt commitment to neutral, transparent trials

M Moneruzzaman

CHIEF justice Syed Refaat Ahmed on Tuesday expressed hope for justice in the cases filed on charges of genocide and crimes against humanity committed during the for the July-August 2024 student-people uprising.

He made the remarks during the inauguration of the newly renovated courtroom of the International Crimes Tribunal and the historic Old High Court building, commonly referred to as the ICT building.

The building, first renovated in 2009 for the trial of 1971 war crimes, underwent further renovation as part of routine maintenance to resume tribunal proceedings.

Speaking at the event, the chief justice emphasised that the tribunal's renewed operations marked a fundamental reform rather than a mere continuation of previous practices.

'This reform focuses on how trials will be conducted and how justice will be delivered transparently and fairly. As a nation, we look towards the ICT with hope and high expectations,' he stated.

Reiterating the interim government's commitment to neutral, transparent and accountable trials, attorney general Md Asaduzzaman told the programme, 'The trials will adhere to tested international standards. Any assistance needed from the Attorney General's Office will be provided to ensure justice.

He said that the ICT, originally formed under the International Crimes (Tribunals) Act 1973 in 2009 remained dysfunctional for months and it resumed its proceedings recently.

Asaduzzaman said that the July-August incidents, which saw significant loss of life, appeared to meet the criteria of crimes against humanity.

Trials will be conducted for offences that fall under this definition, he added.

He said, 'The government has previously stated its commitment to ensuring that these trials adhere to tested international standards. Amendments to the International Crimes (Tribunals) Act 1973 were made following consultations to eliminate any potential controversy and uphold the integrity of the process.'

The tribunal will now focus on the prosecution of perpetrators of crimes against humanity committed to suppress the July-August mass uprising.

The chief justice later gave his reaction highlighting the tribunal's role

Continued on page 2 Col. 1

CJ looks forward to justice

Continued from page 1

in delivering justice for the genocide and crimes against humanity committed during the uprising.

'The trials will adhere to the principles of justice, transparency and the due process of law, offering fully a new dimension to the ICT's mandate,' he expected.

Later, a release of the Supreme Court administration stated that the chief justice regarded the Old High Court building as a place of judicial and historical significance.

The release said that the chief justice expressed optimism that the trials to be conducted here would uphold the nation's expectations and strengthen the tradition of delivering justice in cases of grave human rights violations.

'As an ordinary citizen, I too hope to see justice served,' the statement quoted the chief justice as saying.

The reconstituted tribunal, comprising Justice Md Golam Mortuza Mozumder, Justice Md Shofiul Alam Mahmood and retired district judge Md Mohitul Haq Anam Chowdhury, held its inaugural session on Tuesday. The event was attended by chief prosecutor Mohammad Tajul Islam, his deputies and members of the investigation agency.

Addressing journalists after the inauguration, Tajul Islam confirmed that further proceedings related to the July-August crimes would be conducted at the renovated building.

He noted that previous tribunal proceedings, held during the Awami League regime, were conducted in a temporary structure at the fag end of the regime.

The reconstituted tribunal has registered three cases — two against deposed prime minister and Awami League president Sheikh Hasina and the other against AL general secretary Obaidul Quader and 44 others, including party colleagues, associates and law enforcement personnel — on charges of genocide and crimes against humanity committed during the July-August uprising.

Several accused, including Hasina who fled to India on August 5, 2024, remain fugitives.

The tribunal issued warrants for the arrest of many, including Hasina, her former security adviser Tarique Ahmed Siddique, former inspector general of police Benazir Ahmed, and eight others implicated in enforced disappearances during the 15-year AL rule.

The tribunal has scheduled its next hearing for February 12, when the inspector general of police is required to submit a report on the execution of warrants.

Law Adviser Asif Nazrul, who had overseen the tribunal's renovation, reiterated the government's commitment to holding fair and transparent trials.

'At least 1,500 students and civilians were killed, and thousands injured during indiscriminate firing ordered by the Awami League government during the July-August uprising,' he said.

দৈনিক প্রথম আলো ০৮-০১-২০২৫

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সভাএই প্রেস কাউন্সিলের আর প্রয়োজন নেই

08/01/2025

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ বলেছেন, প্রেস কাউন্সিল একেবারে অকার্যকর, এ প্রেস কাউন্সিলের আর কোনো প্রয়োজন নেই। প্রেস কাউন্সিলের বিপরীতে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো প্রয়োজন। প্রেস কাউন্সিল গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের সম্মেলনকক্ষে তিন পার্বত্য জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন কামাল আহমেদ। তিনি বলেন, এটি (প্রেস কাউন্সিল) একটি সরকারের দপ্তরে পরিণত হয়েছে। অথচ ভূমিকা হওয়ার কথা ছিল একটি স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠানের। সংবাদপত্র তার দায়িত্ব পালনে কোথায় ব্যর্থ হয়েছে, কোথায় বেআইনিভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে, এসব দেখে প্রতিরোধ করা এর দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তারা সরকারের আরেকটা পুলিশের মতো ভূমিকা পালন করেছে। তারা একটি পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রেস কাউন্সিল প্রসঙ্গে কামাল আহমেদ আরও বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এর বিপরীতে নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান করা দরকার। যে প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্রের লোকজনের প্রতিনিধিত্ব করবে। নাগরিক সমাজ, পাঠক ও মানুষের ভয়েস থাকতে হবে।

দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন উল্লেখ করে কামাল আহমেদ বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে গণমাধ্যমকর্মীদের বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। যেমন গোষ্ঠীগত, গোত্রগতসহ নিরাপত্তা বাহিনীর চাপ।

গত দেড় দশকে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিওসহ সব ক্ষেত্রে একধরনের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে বলে সভায় মন্তব্য করেন কামাল আহমেদ। এতে প্রকৃত সাংবাদিকদের কাজের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হচ্ছে বলেও জানান তিনি। মতবিনিময় সভায় স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা অংশ নেন। গণমাধ্যম কমিশনের অন্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেগম কামরুন্নেসা, মো. আবদুল্লাহ আল মামুন ও মো. মোস্তফা সবুজ।